সাপের মানচিত্র
(দক্ষিণ ২৪ - পরগনা)
বৃক্ষবাসী
কাঁড়সাপ
আঞ্চলিক নাম বিড়ালচোখো। দেড় থেকে দু ফুট লম্বা। ভয় পেলে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে হাঁ করে কামড়ানোর ভান করে। অনেক সময় মাটিতেও চলাফেরা করতে দেখা যায়।
বেত আঁছড়া
আঞ্চলিক নাম বোতাম বা বেতাশ। তিন ফুট মত লম্বা। পোকা-মাকড় খেয়ে প্রচুর উপকার করে। (প্রায় এক-ই দেখতে আর একটা গেছো সাপ - খড়িচড়। তাই আলাদা করা হোলনা। এই সাপটার জিভের রঙ লাল।
কালনাগিনী এত অপরূপ নির্বিষ সাপ বিরল। দু-তিন ফুট লম্বা। সুন্দরবন-জঙ্গলে আর বারুইপুর এবং সোনারপুর অঞ্চলে এই সাপকে দেখতে পাওয়া যায়।
গাছে কোনো বিষধর সাপ বসবাস করে না।
গেছোবোড়া
আঞ্চলিক নাম গেছো সাপ। তিন-চার ফুট লম্বা। বিশেষজ্ঞরা বিষধরের তালিকায় ফেললেও এর কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। দঃ ২৪-পরগনার মধ্যে কেবলমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়।
লাউডগা
লম্বায় তিন-চার ফুট। চাষীদের উপকারী বন্ধু। কিন্তু বর্তমানে ব্লক গুলোতে হাতে-গোনা কয়েকটি রয়েছে, অনুমান। দ্রুত অবলুপ্তির পথে।
স্থলবাসী
বিষধর
বিষহীন
কেউটে
আঞ্চলিক নাম শামুকভাঙ্গা, কেউটে, আল কেউটে, কেস্টে। লম্বায় পাঁচ-ছয় ফুট, ফনাধর। মারণ বিষ ১৫ মি.গ্রা.। প্রধানত সুন্দরবন অঞ্চলেই বেশী দেখা মেলে এবং বিষের মারণ - স্নায়ু আক্রমণকারী।
শঙ্খচূড়
লম্বায় দশ-বারো ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফণাধর বিষধর। মারণ বিষ ১২ মি.গ্রা.। কেবলমাত্র সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এখনও কিছু টিকে আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।
গোখরো
আঞ্চলিক নাম খরিশ, তোপ সাপ। চার-পাঁচ ফুট লম্বায়, ফণাধর সাপ। মারণ বিষ ১৫ মি.গ্রা.। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা মেলে না, এছাড়া দঃ ২৪-পরগনার সর্বত্র চন্দ্রবোড়ার পরেই এর কামড়ে মৃত্যু বেশী। বিষ স্নায়ু আক্রমণকারী।
চন্দ্রবোড়া
শাঁখামুটি
কালাচ
পুঁয়ে
আঞ্চলিক নাম অন্ধ সাপ। লম্বায় চার থেকে ছয় ইঞ্চি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাপ। পোকা-মাকড়ের লার্ভা খেয়ে প্রভূত উপকার করে। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের জন্য সংখ্যায় কমে আসছে।
ঘরচিতি
আঞ্চলিক নাম চিতিবোড়া, বোড়া। লম্বায় দু-তিন ফুট। বিষধর কালাচ ভেবে উপকারী সাপটাকে অহেতুক মেরে ফেলি আমরা। নির্বিষ ঘরচিতি ঘরে বারান্দায় সন্ধ্যার দিকে কামড়ায় বটে তবে কালাচের কামড়ের থেকে এর তফাৎ বোঝা যায়।
ক্ষেত মেটে
(রেসার)
আঞ্চলিক নাম গোমাবারি। লম্বায় আড়াই থেকে তিন ফুট। ধানক্ষেতে বেশী দেখা যায়। ইঁদুর ধ্বংসে করার ওস্তাদ। ভয় পেলে শরীরের এক তৃতীয়াংশ ছুঁড়ে দিয়েই আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, খুবই আকর্ষণীয় ভঙ্গী। কমে আসছে এদের সংখ্যাও।
হেলে
আঞ্চলিক নাম হলহলে। লম্বায় এক থেকে দেড় ফুট। বর্তমানে কম দেখা যাচ্ছে - প্রধানত কীটনাশকের জন্যই।
দাঁড়াশ
আঞ্চলিক নাম ঢ্যামনা, বাস্তু সাপ। পাঁচ-ছ ফুটের সবচেয়ে দ্রুতগতির কৌতূহলি সাপ। এরা চাষী আর প্রকৃতির বন্ধু কারণ ইঁদুর মারতে ওস্তাদ, তাতে শস্য ধ্বংস হয় কম।
উদয়কাল (কুকরি)
লম্বায় ৩ ফুট। খুবই নিরীহ, সচরাচর দেখা মেলে না, ভয় পেলে বা শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শরীরটাকে শক্ত করে কিম্বা লাফিয়ে ওঠে যা দেখে সহজেই চেনা যায়।
অজগর
আঞ্চলিক নাম ময়াল। অজগরেরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, ২৫-২৮ ফুট। দঃ ২৪- পরগনায় কেবলমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গলে কিছু এখনও টিকে আছে।
• সুন্দরবন অঞ্চলে কালাচ কাটে ৬২.৮% ও কেউটে ৩৪.৯%
• অন্যান্য অঞ্চলে বেশী কাটে চন্দ্রবোড়া ও গোখরো
জলবাসী
কুকুর মুখো
গাং মেটেলি
মেটেলি
(মিষ্টি জলের সাপ)
জল ঢোঁড়া
উত্তর ২৪-পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলাগুলোতে যে চারটে বিষধর সাপকে দেখতে পাওয়া যায়,এবং কামড়ের ঘটনা ঘটে সেগুলি হ'ল - কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং কালাচ।
সাপের কামড়ের চিহ্ন
বিষধর
বিষহীন
সাপের কামড়ের একমাত্র ওষুধ AVS (অ্যান্টি ভেনাম সিরাম), যা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেলে। ওঝারা আমাদের শত্রু নন - প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা সাহায্যে আসতে পারেন।
প্রকাশক - এ কে মণ্ডল
আলোকচিত্র - তাপস রায়, সুব্রত ব্যানার্জী
অলঙ্করণ - সমীর চক্রবর্তী, রাজ কুমার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রদীপ ব্যাস, সুব্রত মুখার্জী, পীযূষ দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক শেখর নস্কর
© কপিরাইট : সচিব, ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা
ডাক - ক্যানিং টাউন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ - পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ • দূরভাষ - ৯১১৮ ৫৬০৭৬